দৈনিক সংবাদ

29

তারিখ SEP. 12 1999
পৃষ্ঠা 4 কলাম 2

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়কে অভিনন্দন

সাম্প্রদায়িক উস্কানি এবং কুৎসা রটনার দায়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট বাংলা বিভাগের একজন সহযোগী অধ্যাপককে চাকরি থেকে অপসারণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। উক্ত অধ্যাপক একটি সাম্প্রদায়িক দৈনিকের মতামত কলামে সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক একটি নিবন্ধ লিখেন। নিবন্ধে তিনি অভিযোগ করেন যে তারই দু'জন সহকর্মী অধ্যাপক মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দিয়ে কথা বলেছেন।এ অপপ্রচারের প্রতিকার চেয়ে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক দু'জন সিন্ডিকেটের কাছে চিঠি লিখেন। সিন্ডিকেট ঘটনা তদন্ত করার জেন্য চার সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করে। ব্যাপক তদন্ত করার পর কমিটি নিশ্চিত হয় যে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেয়ার অভিযোগ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। প্রমাণিত হয় পুরো ব্যাপারটি মৌলবাদী চিন্তা থেকে উৎসারিত সাম্প্রদায়িক প্রচারণা এবং দু'জন নির্দোষ শিক্ষকের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। সাম্প্রদায়িক উস্কানি ও কুৎসা রটনার অভিযোগে সংশ্লিষ্ট সহযোগী অধ্যাপককে চাকরি থেকে অপসারণ করে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। আমরা একে সমর্থন করছি।

আমরা চাই শিক্ষাঙ্গন হবে উদার এবং মানবিক। শিক্ষকগণ ছাত্রছাত্রীদেরকে মানবিকতার শিক্ষায় শিক্ষিত করবেন। তাদেরকে উদার, মুক্তমনা ও বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ হিসেবে তৈরি করবেন। অথচ দেখা যাচ্ছে কোন কোন শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদের বিষ ছড়িয়ে দিচ্ছেন। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে হিংসা দ্বেষ ছড়াচ্ছেন, পরধর্মের প্রতি অসহিষ্ণু করে গড়ে তোলার অপচেষ্টা চালাচ্ছেন। অমানবিক চেতনায় অমানুষ তৈরি করার চেষ্টা করছেন শিক্ষার সর্বোচ্চ অঙ্গনে। সাম্প্রদায়িক রাজনীতি আমদানি করে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ নষ্ট করছেন। এরকম শিক্ষক শুধু যে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে তাই নয়। অন্য শিক্ষাঙ্গনেও রয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত অন্য কোনও বিশ্ববিদ্যালয় এ ধরনের শিক্ষক নামধারী সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ই প্রথম। সেই হিসেবে এটি একটি অনন্য সাধারণ দৃষ্টান্ত।

আমরা আশা করবো অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবে। যেসব শিক্ষক সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়ে শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ নষ্ট করছে তাদের বিরুদ্ধেও একই রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। শিক্ষকদের সাম্প্রদায়িক উস্কানি কোন অংশেই ছাত্র ক্যাডারদের সন্ত্রাসের চেয়ে কম ক্ষতিকর নয়।